সমকাল

তারিখ 01 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

# গুরুদয়াল সরকারি কলেজে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নেই

■ কিশোরগঞ্জ অফিস

কিশোরগঞ্জ

প্রতি বছর নির্ধারিত ফি দিচ্ছে ২০ হাজার শিক্ষার্থী

কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল সরকারি কলেজে কয়েক বছর ধরে সাংস্কৃতিক কোনো কর্মকাণ্ড নেই। ২০০৪ সালে একটি কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হওয়ার পর আর কোনো ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়নি। জাতীয় উৎসবগুলো কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়সারাভাবে পালন করে দায়িত্ব শেষ করে। গত দেড় দশকে কলেজে উল্লেখযোগ্য কোনো সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যবিষয়ক অনুষ্ঠান হয়নি।

কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সাহিত্য সম্পাদক ছড়াকার জাহাঙ্গীর আলম জাহান বলেন, তাদের সময়ে কলেজে সাহিত্য, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড লেগেই থাকত, তা তাদের মনোজগৎ গঠনে কাজে লেগেছে। একটি আধুনিক ও সংস্কৃতিমনস্ক প্রজন্ম গঠনে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকল্প নেই।

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আবুল খায়ের জানান, ২০১০ সালে কলেজে ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত মিলনায়তনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। প্রতিদিন এখানে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। এ দাবিতেই মিলনায়তনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

সত্তরের নির্বাচনে কলেজের জিএস এমএ আফজল জানান, সত্তর দশকে কলেজটি ছিল জেলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি সত্তরের আন্দোলনকে বেগবান করেছিল। এদিকে একাধিক শিক্ষক জানান, ২০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহী ১৫০ জন খুঁজে পাওয়া যায় না। শহরের ছেলেরা রাজনীতি করতে ভালোবাসে। এতে ক্ষমতা, শক্তি ও অবৈধ আয়ের সুযোগ থাকে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মকাণ্ডে নিজেকে উজাড় করে দিতে হয়। বিনিময়ে তেমন কিছু পাওয়া যায় না।

কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. ফজলুর হক সাগর বলেন, শিক্ষার্থীরা এগিয়ে না এলে শিক্ষকদের করার কিছু থাকে না। তবে জাতীয় অনুষ্ঠান ও অন্য কর্মসূচি ভালোভাবে করা হয়।